মেহেরপুরে এক আসামির তিন বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে জাল দলিল সংক্রান্ত মামলায় হানেফ মহলদার নামের এক আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, সাহারবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২১২১ ভুক্ত জমির মালিক ছিলেন আসামির পিতা মৃত ওয়াজ বক্স। ওয়াজ বক্স ওই জমি বিক্রির ঘোষণা দিলে বাদী ও বাদীর ভাই ওমর আলী তা ক্রয়ের জন্য সম্মতি দেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ৯ অক্টোবর ৮৮০৯ নং দলিল মূলে বাদীর স্ত্রী মোছা. শাহানারা খাতুন এবং ওমর আলীর স্ত্রী মোছা. মনোয়ারা খাতুনের নামে মোট ৪৬ শতক জমি ক্রয় করা হয়। দখল প্রদানকালীন আসামি হানেফ মহলদার ওই দলিলের সনাক্তকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আসামি উক্ত জমির ২১ শতক দখল করে নেয়। বাদীপক্ষ কারণ জানতে চাইলে আসামি ১৯৮৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ১০১৪৪ নং একটি দলিল প্রদর্শন করে দাবি করে যে, তার পিতা ওয়াজ বক্স ওই জমি তার নামে দলিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, উক্ত বছর সর্বশেষ দলিল নম্বর ছিল ৮৯৪৮ এবং ১০১৪৪ নং কোনো দলিলই বিদ্যমান নয়।

এছাড়া, আসামি জাল দলিলের ভিত্তিতে নিজের নামে নামজারি করে নেয়, যা পরবর্তীতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী তদন্ত শেষে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাতিল করেন এবং দলিলটি জাল বলে ঘোষণা দেন।

বাদীপক্ষ পুনরায় সাহারবাটি বাজারে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামিকে জমি ছাড়তে বললে আসামি পুনরায় জাল দলিল ও নামজারি কাগজ দেখিয়ে জমির মালিকানা দাবি করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় এক জনের দুই বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে প্রতারণা মামলায় গোভিপুর গ্রামের প্রতারক হাবিবুর রহমানকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে এ রায় ঘোষণা করা হয়।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। রায় ঘোষণার পর দণ্ডপ্রাপ্ত হাবিবুর রহমানকে জেলহাজতে প্রেরণ করেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বোসপাড়ার আসিফ ইকবাল ২০২৩ সালে ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণার অভিযোগে হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিম ও মেহেরপুর বড়বাজারের “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে আসামি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর সিআর ৭০৪/২০২৩।

বাদীপক্ষের অভিযোগে বলা হয়, ডিলারশিপ ব্যবসা পরিচালনার জন্য আসিফ ইকবাল জায়েদ হোসেন জিমকে ১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করেন। পরবর্তীতে লভ্যাংশ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাইলে তিনি প্রতারণার শিকার হন। পরে আসামির জামাতার পক্ষে জিম্মাদার হিসেবে আসামির শ্বশুর হাবিবুর রহমান বাদীর সঙ্গে একটি আপোষনামা সম্পন্ন করেন এবং ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে তিন মাসের মধ্যে পাওনা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করেন।

কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি টাকা পরিশোধ না করে নিজের নামীয় জনতা ব্যাংকের একটি চেক প্রদান করেন। ব্যাংকে চেকটি জমা দিলে স্বাক্ষর অমিল ও অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে তা ডিজঅনার হয় বলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায়।

মামলার তদন্ত ও সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত আসামি হাবিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। তার বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনারের আরেকটি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

আসামি পক্ষের আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান।

উল্লেখ্য, একই আদালত গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই মামলার অপর দুই আসামি—হাবিবুর রহমানের জামাতা জায়েদ হোসেন জিমকে দুই বছর ও “মায়ের দোয়া বস্ত্রালয় অ্যান্ড গার্মেন্টস”-এর স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে এক বছরের কারাদণ্ড দেন।

মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় এক আসামির ৩ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পর্নোগ্রাফি মামলায় মোঃ লাবলু নামের এক ব্যক্তিকে ৩ বছর কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আসামি বাদীর সাবেক স্বামী। সংসারিক সমস্যার কারণে বাদী তাকে ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে তালাক দেন। বিবাহিত জীবনে আসামি বাদীর অজান্তে তার মোবাইলে কিছু আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও ধারণ করেন। ডিভোর্সের পর ওই ভিডিও দেখিয়ে বাদীর নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা দাবি করেন। এছাড়া ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন এবং পরিচিতজনদের দেখান।

বাদী বিষয়টি তার পরিবারকে অবহিত করে র্যাবের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি মেহেরপুর গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গাংনী বাজারস্থ সামাদ হোটেলের সামনে থেকে আসামিকে আটক করে। সাক্ষীদের সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদে আসামি ভিডিও ভাইরাল করার হুমকির কথা স্বীকার করেন। পরে তার পরিহিত প্যান্টের

ভেতরের পকেট থেকে একটি রেডমি নাইন সি অ্যান্ড্রয়েড ফোন, দুইটি বাংলালিংক সিম এবং ৮ জিবি মেমোরি কার্ড জব্দ করা হয়। ব্যবহৃত মোবাইল থেকে ধারণ করা আপত্তিকর ছবি ও ভিডিওর ছয় পাতার প্রিন্ট কপি আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন। রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক রাখার দায়ে একজনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ওরফে বাবুকে এক বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ৩০ মে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের পরিদর্শক শাহজালাল খান একটি রেইডিং পার্টি গঠন করেন। মেহেরপুর সদর থানার গোভিপুর মহাজেরপাড়ায় মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ওরফে বাবুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তাকে তল্লাশি করা হয়। তার পরিহিত লুঙ্গির ডান কোচর থেকে রূপালি কাগজে মোড়ানো ০.৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদক জব্দের পর তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে দুইজনকে কারাদণ্ড

মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার পিছনে ভৈরব নদের কিনারে মাদক বিক্রির অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মোবাইল কোর্ট অভিযান চালায়। এ সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, শহরের নতুন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রুবেল ইসলাম এবং একই এলাকার মমিন শেখের ছেলে কামরুজ্জামান।

মোবাইল কোর্টে দোষ স্বীকারের পর রুবেল ইসলামকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়। একই ধারায় কামরুজ্জামানকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম। এ সময় মাদক বিক্রির আস্তানাও ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে তিন মাদক মামলায় চার আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পৃথক তিনটি মাদক মামলায় চার আসামিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জি.আর-১২৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ আল আমিন এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক)/৪১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, জি.আর-১৮৫/২০ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১৪(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পুলিশের অভিযানে তার দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় মামলায়, জি.আর-৭/১৯ (মুজিবনগর) এর রায়ে দুই আসামি মোঃ জয়নাল মন্ডল ও মোঃ বিপ্লব আলী-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালে মোনাখালী এলাকায় পুলিশের অভিযানে তিনজনকে আটক করে মোট ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলার অপর আসামি মোঃ আলফাজ আহমেদ সাগরের বিচার চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে ১ জনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার অপরাধে মোঃ কাউছারকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে মেহেরপুর পৌর এলাকার ওয়াপদা মোড়ে অবস্থানকালে এএসআই শেখ মনিরুজ্জামান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নাইট বিলাস আবাসিক হোটেলের সামনে এক ব্যক্তি গাঁজা নিজ হেফাজতে রেখে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে থাকা অফিসার ও ফোর্সসহ সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে অভিযান চালিয়ে

নাইট বিলাস হোটেল সংলগ্ন ফারুক অটোস গ্যারেজের সামনে থেকে কাউছারকে আটক করা হয়।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত পাঞ্জাবির ডান পাশের পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো ১৬ পুরিয়া গাঁজা (ওজন ৫০ গ্রাম) এবং জিন্সের সামনের বাম পকেট থেকে আরও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সর্বমোট ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ কাউছারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।